



ভোটে
অভূতপূর্ব
জয়ের পর
কালীঘাট
মন্দিরে আরতি
মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
পাশে
অভিষেক
বন্দ্যোপাধ্যায়
ও প্রশান্ত
কিশোর

সব কৃতিত্ব মানুষকে

কেদার পাতার পর
কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার টিকা দিচ্ছে না। কিছু জায়গি। মুখ্যমন্ত্রী এরপর
কেন্দ্রে জানিয়েছিলেন যে যে মন্ত সন্তা টিকা তৈরি করছে, তাদের থেকে
সরাসরি টিকা কিনে নিয়ে তিনি বিনামূল্যে রাজবাসীকে দিতে চান কিন্তু
তাতেও রাজি হয় ন। কেন্দ্রীয় সরকার। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাই
কেন্দ্রে এরই মনোভাব তৈরি ক্ষেত্র প্রকাশকরেন তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের
দেওয়া টিকা অগ্রহণ। তাই ১৮-৪৪ বছর বয়সীদের টিকা দেওয়ার কথা
কেন্দ্র বললেও তা অবাস্তব। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় প্রয়োজন বিপুল
পরিশ্রমে রেমিডিসিভির ও টলিসিডুম্বা। এই দুটি ঔষধ মিলছে না। রাজ্যে
প্রতিদিন অন্তত ১০ হাজার ডোজ রেমিডিসিভির এবং এক হাজার ভায়াল
টলিসিডুম্বা প্রয়োজন। মৌজিকা অল্পজনের চাহিদাও সন্তান ২২০
মেক্ট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০০ মেক্ট্রিক টন। আগামী সাত দিনের মধ্যে
তা আরও বেড়ে হবে প্রায় ৫০০ মেক্ট্রিক টন। রাজ্য সরকার যা অল্পজনে
উৎপাদন করছে, তা ছাড়া কেন্দ্র বেন জরুরি ভিত্তিতে প্রতদিন ৫০০ মেক্ট্রিক
টন অল্পজনে রাজ্যকে দেয়। অল্পজনে সিলিভারের অভাবও তা তৈরি হতে
উদ্বেগজনক। রায়ের জন্য ১০ পিএসএ অনুমোদিত হলেও তা তৈরি হতে

পাশাপাশি পরিকাঠামোর উন্নতিও করতে হবে এবং সবাইকে বিনামূল্যে টিকা
দিতে হবে।” এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে এখন প্রায় ২৭ হাজার টিকা
শয্যা রয়েছে। আরও তিন হাজার বাড়ানো হচ্ছে। এমএম সোডে তিন হাজার
আইসিইউ শয্যা। টিকা সেনাভাবে না মেলায় দ্বিতীয় ডোজে অগ্রাধিকার দেওয়া
হচ্ছে। টিকা দেওয়া হবে পরিবহন কর্মী, হকার এবং সাংবাদিকদের। কার্গু
এই তিনটি পেশার মানুষকে সবসারি সন্তান আসতে হবে। গ্রামে গঞ্জে
কোভিড চিকিৎসার প্রাথমিক ক্ষেত্রে যাতে ব্যস্থা হয় তার জন্য ২৭ লক্ষ
কোয়াক ডাক্তারদের কী করণীয়, তার গাইডলাইন দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য,
“বহিরাগতরা এখানে এসে কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন তা
জানানদেরই রুখতে হবে।” এদিন আরও কী কী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা
আমরা মুখ্যমন্ত্রী কোনও মতের কোভিড হয়েছে কি না, সন্তানতে গেলে
এখন আর্থটিসিআর স্টেট করতে গেলে প্রায় ৭১ ঘণ্টা লাগছে। এবারার
থেকে সরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টেস্ট করে সিলভা নেবে। সেক্ষেত্রে করোনা মুক্ত
না হলে দ্রুত পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া যাবে। পরিবারকে আর
দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে না। এদিন তেঁকে শেষ করায় কোভিড হাসপাতাল
পরিদর্শনে প্রথমে শব্দনাথ পণ্ডিত ও পরে পুলিশ হাসপাতাল যান মুখ্যমন্ত্রী।



রাজভবনে নয়া ইতিহাস মমতার অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শপথগ্রহণ



রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের নানা মুহূর্ত



জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : তৃতীয়বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন জনগণমন অধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক সেই মুহূর্ত গোটা বিশ্ব দেখল ভার্চুয়াল মাধ্যমে। কোভিড সতর্কতায় হল আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠান। পাঁচ বছর আগে ভিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তো বটেই, প্রতিবেশী দেশগুলির প্রতিনিধিরাও জনমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে ছিলেন। তবে এবার বাইরের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। করোনা কাল মিটলেই দেশের সব মুখ্যমন্ত্রী ও নেতাদের ডাকা হবে। ব্রিগেডের সেই ‘বিজয় সভা’ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা হবে। একাধিক মুখ্যমন্ত্রী ও ভিনরাজ্যের নেতারা মা-মাটি-মানুষের নেত্রীকে ফোনে তাঁর ঐতিহাসিক জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তৃণমূলভবনে দলের বিধায়করা সর্বসম্মতিক্রমে মমতাকে পরিষদীয় নেত্রী নির্বাচিত করার পর শপথ নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের ২১৩ বিধায়ক। তার পরও শান্ত, সংযত এবং মানবতাবাদী কথা তৃণমূল নেত্রীর গলায়। সবার প্রতি তাঁর বার্তা, “বিজেপি সন্ত্রাস করার চেষ্টা করছে। আমি বলব রাজধর্ম পালন করুন। এখন কাজ শুধু কোভিড মোকাবিলা করা। রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন ছাড়া এখন রাজ্যে কোনও অনুষ্ঠান হবে না।”

কোভিড মোকাবিলার জন্য আরও বেশি করে ঝাপানোর জন্য ফল প্রকাশের দু’দিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন বাংলার অবিসংবাদী নেত্রী। তাঁকে অনেকেই জাতীয়তাবাদের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে দেখতে চান। জননেত্রী বলেন, “কেউ একা কিছু করতে পারে না। সবাই মিলে একটা কাজ করতে হয়। এখনই এই বিষয়ে ভাবছি না।

বিজেপি সন্ত্রাস করার চেষ্টা করছে। আমি বলব রাজধর্ম পালন করুন। এখন কাজ শুধু কোভিড মোকাবিলা করা। রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন ছাড়া এখন রাজ্যে কোনও অনুষ্ঠান হবে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কাছে এই মুহূর্তে কোভিড মোকাবিলাই আসল কাজ। ভোট চলাকালীনও আমরা এই কাজ করেছি। আরও বেশি করে এখন করোনা মোকাবিলা করতে চাই।” রাজভবনে কোভিড বিধি মেনে ৫০ জনের কাছাকাছি অতিথি ছিলেন। জয়ের পর জননেত্রী বলেছিলেন, বিজেপি শাহেনশাহ নয়। আমরা ৩৬৫ দিন কাজ করি। বিনাশকালে বিজেপির বুদ্ধিনাশ হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট সরকার ২৩৫ নিয়ে অহঙ্কার করেছিল। ক্ষমতা হারানোর দশ বছর পরে তারা এবার বিধানসভা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কংগ্রেসও একজন সদস্য নেই। সে প্রসঙ্গে তৃতীয় তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “রাজনৈতিকভাবে ওদের সঙ্গে সংঘাত থাকতে পারে। তবে আমি চাইনা কেউ

শূন্য হোক। কিন্তু ওরা এত বেশি বিজেপিকে পছন্দ করেছে যে এখন সাইনবোর্ড হয়ে গিয়েছে।” নিজেকে ‘স্ট্রিট ফাইটার’ বলে উল্লেখ করে নেত্রীর বক্তব্য, মানুষ একত্রিত হয়ে বিজেপিকে ঠেকিয়েছে। একক দল হিসাবে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও এমন কঠিন সংগ্রাম এবং মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার কথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দেশের ‘একমেবম দ্বিতীয়ম’ জননেত্রী তা নিয়ে আর কারও প্রশ্ন নেই। উদ্ভব ঠাকুর, রজনীকান্ত, নীতিশঙ্কর, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ভূপিন্দর সিং হুডা-সহ দেশের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্য নেতারা ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁকে। এখন মুখ্যমন্ত্রী হলেও ভবিষ্যতে সবাই চান দিল্লির মসনদে আসীন হোন তাঁদের প্রিয় দলনেত্রী। তবে তা নিয়ে নেত্রী নিজে এখন কিছু বলতে নারাজ। ২০১৯-এর ১৯ জানুয়ারির ধাঁচে ২০২১ সালের ২১ জুলাই ব্রিগেডে দেশের অবিজেপি নেতাদের একত্রিত করতে চলেছে তৃণমূল। ঐতিহাসিক জয়ের পর নেত্রী সবার উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন, “বাংলা শান্তিপ্রিয় জায়গা। বিজেপি বাড়াবাড়ি করছে। আমাদের এক কর্মীকে হত্যা করেছে। অত্যাচার হচ্ছে। সবাইকে বলব রাজধর্ম পালন করুন। আমরা যেন কোনও সন্ত্রাসে না জড়াই। এখন একমাত্র কাজ কোভিড মোকাবিলা করা। কিছু পুলিশ বিজেপির হয়ে কাজ করেছে। কিন্তু তাও গন্ডগোল হলে পুলিশকে জানান।” ভবিষ্যতে বিজেপির বিরুদ্ধে মোকাবিলারও রূপরেখা জানিয়ে তিনি বলেন, “বাংলার জনগণ সর্বশাসনের পথ আটকে দিয়েছে। তারে মেরুদণ্ড শক্তিশালী। মহিলা শক্তি এবং যুব প্রজন্ম পারে বিজেপিকে রুখে দিতে। জনগণ ছাড়া কিছু হয় না।”





নবান্ন-কে প্রণাম।

তিনি সবার মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন মমতা

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার ভোট পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি হার মেনে নিতে পারছে না



গান স্যালুটে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত নবান্নে।

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো :
তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব
নেওয়ার চরিত্র ঘণ্টার মধ্যেই মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন, তিনি
সত্যিকারের সকলেরই মুখ্যমন্ত্রী। অন্য
রাজনৈতিক দলের নেতারা বা অন্য
নানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা যখন
‘আমার-ওর’ করতে ব্যস্ত, তখন মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝালেন, তিনি
সকলের। তিনি রাজধর্ম পালনে সর্বদা
ব্যস্ত। তৃতীয়বারের জন্য বাংলার
মসনদে বসেই সরকারি কর্মীদের
সুখবর দিয়েছেন তিনি। তাঁদের জন্য
অ্যাডহক বোনাসের ঘোষণা করেছেন
মুখ্যমন্ত্রী। কেবলমাত্র কর্মরতরাই নয়,
বোনাস পাবেন অবসরপ্রাপ্তরাও।

আগামী ১৫ দিনে করোনার সংক্রমণ
আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করে
দিয়েছেন রাজ্যবাসীকে। যুদ্ধকালীন
তৎপরতায় দায়িত্ব নেওয়ার পরই
বিভিন্ন হাসপাতালে বেড বাড়ানো
হচ্ছে, তেমনই তৈরি করা
হচ্ছে অক্সিজেন প্ল্যান্ট। জনপ্রিয়তার
স্রোতে ক্ষমতার শীর্ষে আসা মানবিক
মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য, রাজ্যের কোনও
ব্যক্তিকেই করোনায় অক্সিজেনের
অভাবে যাতে সমস্যায় না পড়তে হয়।
মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নবান্নে এবার পা
দেওয়ার পরদিনই সাংবাদিক সম্মেলন
করে জনপ্রিয়তম মুখ্যমন্ত্রী ভোটের
দিন শীতলকুচির ঘটনার সিআইডি
তদন্তের বিষয়ে যেমন সিদ্ধান্তের কথা

জানিয়েছেন, তেমনই নিহতদের
বাড়ির সদস্যদের চাকরির ব্যবস্থা করা
হবে বলে জানান। এই ঘোষণার
পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে
দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের অধীনে
আইনশৃঙ্খলা থাকাকালীন এবং ভোট-
পরবর্তী হিংসায় রাজ্যে যাদের মৃত্যু
হয়েছে তাঁদের পরিবারবর্গকে আর্থিক
সাহায্যেরও ঘোষণা করেছেন
মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট
বক্তব্য, এই আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে
কোন দলের কর্মী বা সমর্থক তা দেখা
হবে না। তিনি যে দলেরই হোক না
কেন, তাঁর পরিবারকে দু’লক্ষ টাকা
আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য। তিনি
যে সবার মুখ্যমন্ত্রী, সেটা আগেও

যে সব এলাকায় ওরা
বেশি সিট পেয়েছে,
সেখানেই গুণ্ডামি
করছে। গত কয়েক
দিনে এই গুণ্ডামি
অনেকটাই বেড়েছে।
কোচবিহারে হিংসা
বেশি হচ্ছে। সব দিকে
নজর রেখেছি আমি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বুঝিয়েছেন। সব দলের কর্মীদের
পাশেই দাঁড়াতে বলেছেন প্রশাসনকে।
আইনশৃঙ্খলারক্ষায় প্রশাসনকে সতর্ক
ও সজাগ থাকতে বলেছেন। দেখা
হবে না কোনও রাজনৈতিক রং।
করোনা মোকাবিলায় ক্ষেত্রেও নানা
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি
জানিয়েছেন, সমস্ত নার্সিংহোম ও
হাসপাতালে ৪০ শতাংশ বেড
বাড়ানো হচ্ছে। করোনা আক্রান্তদের
চিকিৎসায় অক্সিজেনের ঘাটতি
মেটাতে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে
প্ল্যান্ট হবে বলেও ঘোষণা করেছেন।
জানান, করোনা আক্রান্তদের
চিকিৎসায় ইন্টার ডাক্তার ও নার্সদের

কাজে লাগানো হবে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য
সুরক্ষা বন্ধু নাম দিয়ে ব্যবহার করা
হবে কোয়াক ডাক্তারদেরও। কেন্দ্রীয়
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিনিধিদের রাজ্যে
আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “রাজ্যে
যখন অক্সিজেন ছিল না, তখন তো
ওঁরা আসেননি। উত্তরপ্রদেশে হাথরসে
যখন অত বড় ঘটনা ঘটে গেল, তখন
কী করছিলেন ওঁরা? আর বাংলায়
ভোট পরবর্তী হিংসার খোঁজ নিতে
এর মধ্যেই চলে এলেন! আগে
কখনও এ রকম দেখিনি।” জনপ্রিয়
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “আসলে বিজেপি
এখনও জনতার রায় মেনে নিতে
পারছে না। ওঁদের আমার অনুরোধ,
আপনারা সংযত হন। মানুষের রায়

মেনে নিন।” রাজ্যে ভোট পরবর্তী
হিংসা প্রসঙ্গেও বৃহস্পতিবার
বিজেপিকে পরোক্ষে দায়ী করেন তিনি
বলেন, “যে সব এলাকায় ওরা বেশি
সিট পেয়েছে, সেখানেই গুণ্ডামি
করছে। গত কয়েক দিনে এই গুণ্ডামি
অনেকটাই বেড়েছে। কোচবিহারে
হিংসা বেশি হচ্ছে। সব দিকে নজর
রেখেছি আমি। এমনকী কিছু কেন্দ্রীয়
বিজেপি নেতা এই সব অশান্তিতে
উসকানি দিচ্ছেন বলেও খবর আছে
আমার কাছে। বিজেপি আসলে
মানুষের রায় মেনে নিতে পারছে না।
ওঁদের আমার অনুরোধ আপনারা
সংযত হোন মানুষ যে রায় দিয়েছে,
তা মেনে নিন।”



শপথ নেওয়ার পর নবান্নে নিজের ঘরে।



তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরই শুরু করে দিলেন কাজ। লক্ষ্য মহামারী রোধ। নবান্নে বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বরাষ্ট্রসচিব এইচ কে দ্বিবেদী।



দলীয়
বৈঠকের পর
সাংবাদিকদের
মুখোমুখি।



শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের
সঙ্গে কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন ফিরহাদ
হাকিম, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম।



বীরভূম

- সিউড়ি : বিকাশ রায়চৌধুরী,
- বোলপুর : চন্দ্রনাথ সিং
- নানুর : বিধানচন্দ্র মাঝি
- লাভপুর : অভিজিৎ সিংহ
- সাঁইখিয়া : নীলাবতী সাহা
- ময়ূরেশ্বর : অভিজিৎ রায়
- রামপুরহাট : আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
- হাঁসন : অশোক চট্টোপাধ্যায়
- নলহাটি : রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ
- মুরারই : মোশারফ হোসেন

পূর্ব মেদিনীপুর

- তমলুক : সৌমেনকুমার মহাপাত্র
- পাঁশকুড়া পূর্ব : বিপ্লব রায়চৌধুরী
- পাঁশকুড়া পশ্চিম : ফিরোজা বিবি
- নন্দকুমার : সুকুমার দে
- মহিষাদল : তিলক চক্রবর্তী
- চণ্ডীপুর : সোহম চক্রবর্তী
- পটীশপুর : উত্তম বারিক
- রামনগর : অখিল গিরি
- এগরা : তরুণ মাইতি

ঝাড়গ্রাম

- নয়্যাগ্রাম : দুলাল মূর্মু
- গোপীবল্লভপুর : খগেন্দ্রনাথ মাহাতো
- ঝাড়গ্রাম : বীরবাহা হাঁসদা
- বিনপুর : দেবনাথ হাঁসদা

পশ্চিম

মেদিনীপুর

- দাঁতন : বিক্রমচন্দ্র প্রধান
- কেশিয়াড়ি : পরেশ মূর্মু
- নারায়ণগড় : সূর্যকান্ত অট্ট
- সবং : মানস ভূঁইয়া
- পিংলা : অজিত মাইতি
- খড়গপুর গ্রামীণ : দীনেন রায়
- ডেবরা : হুমায়ুন কবীর
- দাসপুর : মমতা ভূঁইয়া
- চন্দ্রকোনা : অরুণ ধাড়া
- গড়বেতা : উত্তরা সিংহ
- শালবনি : শ্রীকান্ত মাহাতো
- কেশপুর : শিউলি সাহা
- মেদিনীপুর : জুন মালিয়া

হাওড়া

- উলুবেড়িয়া উত্তর : নির্মল মাজি
- উলুবেড়িয়া দক্ষিণ : পুলক রায়
- উলুবেড়িয়া পূর্ব : বিদেশ বসু
- শ্যামপুর : কালীপদ মণ্ডল
- বাগনান : অরুণাভ সেন
- আমতা : সুকান্ত পাল
- উদয়নারায়ণপুর : সমীর পাঁজা
- জগৎবল্লভপুর : সীতানাথ ঘোষ
- বালি : রাণা চট্টোপাধ্যায়
- হাওড়া মধ্য : অরুণ রায়
- শিবপুর : মনোজ তিওয়ারি
- হাওড়া দক্ষিণ : নন্দিতা চক্রবর্তী
- সাঁকরাইল : প্রিয়া পাল
- পাঁচলা : গুলশন মল্লিক
- ডোমজুড় : কল্যাণ ঘোষ

তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীরা



ভূগলি

- জাঙ্গিপাড়া : স্নেহাশিস চক্রবর্তী
- হরিপাল : করবী মান্না
- ধনেখালি : অসীমা পাত্র
- তারকেশ্বর : রামেন্দু সিংহ রায়
- উত্তরপাড়া : কাঞ্চন মল্লিক
- শ্রীরামপুর : সুদীপ্ত রায়
- চাঁদপানি : অরিন্দম গুঁইন
- সিন্দুর : বোচারাম মান্না
- চন্দননগর : ইন্দ্রনীল সেন
- চুঁচুড়া : অসিত মজুমদার
- বলাগড় : মনোরঞ্জন ব্যাপারী
- পাণ্ডুয়া : রত্না দে নাগ
- সপ্তগ্রাম : তপন দাশগুপ্ত
- চণ্ডীতলা : স্বাতী খন্দকার

পূর্ব বর্ধমান

- খণ্ডঘোষ : নবীনচন্দ্র বাগ
- বর্ধমান দক্ষিণ : খোকন দাস
- বর্ধমান উত্তর : নিশীথকুমার মালিক
- রায়না : শম্পা ধাড়া
- জামালপুর : অলোককুমার মাঝি
- মেমারি : মধুসূদন ভট্টাচার্য
- কালনা : দেবপ্রসাদ বাগ
- মন্তেশ্বর : সিদ্ধিকুল্লা চৌধুরী
- ভাতার : মানগোবিন্দ অধিকারী
- কাটোয়া : রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- পূর্বস্থলী উত্তর : তপন চট্টোপাধ্যায়
- পূর্বস্থলী দক্ষিণ : স্বপন দেবনাথ
- কেতুগ্রাম : শেখ সাহানেওয়াজ
- মঙ্গলকোট : অপূর্ব চৌধুরী
- আউশগ্রাম : অভেদানন্দ থান্ডার
- গলসি : নেপাল ঘড়ুই

পশ্চিম বর্ধমান

- বারাবনি : বিধান উপাধ্যায়
- জামুড়িয়া : হররাম সিংহ
- পাণ্ডবেশ্বর : নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- রানিগঞ্জ : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
- দুর্গাপুর পূর্ব : প্রদীপ মজুমদার
- আসানসোল উত্তর : মলয় ঘটক

পুরুলিয়া

- বান্দোয়ান : রাজীবলোচন সরেন
- বাঘমুণ্ডি : সুশান্ত মাহাতো
- মানবাজার : সন্ধ্যারানি টুডু

বাঁকুড়া

- রানিবাঁধ : জ্যোৎস্না মাভি
- রাইপুর : মৃত্যুঞ্জয় মূর্মু
- তালডাংরা : অরুণ চক্রবর্তী
- বড়জোড়া : অলোক মুখোপাধ্যায়

কলকাতা

- কলকাতা বন্দর : ফিরহাদ হাকিম
- ভবানীপুর : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
- রাসবিহারী : দেবাশিস কুমার
- বালিগঞ্জ : সুব্রত মুখোপাধ্যায়
- চৌরঙ্গি : নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়
- এন্টালি : স্বর্ণকমল সাহা
- বেলেঘাটা : পরেশ পাল
- জোড়াসাঁকো : বিবেক গুপ্ত
- শ্যামপুকুর : শশী পাঁজা
- মানিকতলা : সাধন পাণ্ডে
- কাশীপুর-বেলগাছিয়া : অতীন ঘোষ

কোচবিহার

- সিতাই : জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া
- মেখলিগঞ্জ : পরেশচন্দ্র অধিকারী

জলপাইগুড়ি

- জলপাইগুড়ি : প্রদীপকুমার বর্মা
- মালবাজার : বুলুচিক বড়াইক
- রাজগঞ্জ : খগেশ্বর রায়

উত্তর দিনাজপুর

- চোপড়া : হামিদুল রহমান
- ইসলামপুর : আব্দুল করিম চৌধুরী
- গোয়ালপোখর : গোলাম রব্বানি
- চাকুলিয়া : মিনহাজুল আরফিন আজাদ
- করণদিঘি : গৌতম পাল
- হেমতাবাদ : সত্যজিৎ বর্মণ
- ইটাহার : মোশারফ হোসেন

দক্ষিণ দিনাজপুর

- কুশমণ্ডি : রেখা রায়
- কুমারগঞ্জ : তোরাফ হোসেন মণ্ডল
- হরিরামপুর : বিপ্লব মিত্র

মালদহ

- টাচল : নীহাররঞ্জন ঘোষ
- হরিশচন্দ্রপুর : তজমুল হোসেন
- মালতীপুর : আব্দুর রহিম বক্সি
- রতুয়া : সমর মুখোপাধ্যায়
- মানিকচক : সাবিত্রী মিত্র
- মোথাবাড়ি : সাবিনা ইয়াসমিন
- সুজাপুর : আব্দুল গনি
- বৈষ্ণবনগর : চন্দনা সরকার

মুর্শিদাবাদ

- ফরাক্কা : মনিরুল ইসলাম
- সুতি : ইমানি বিশ্বাস
- রঘুনাথগঞ্জ : আখরুজ্জামান
- সাগরদিঘি : সুব্রত সাহা
- লালগোলা : মহম্মদ আলি
- ভগবানগোলা : ইদ্রিশ আলি
- রানিনগর : সৌমিক হোসেন
- নবগ্রাম : কানাইচন্দ্র মণ্ডল
- খড়গ্রাম : আশিস মার্জিত
- বড়এঁঠা : জীবনকৃষ্ণ সাহা
- কান্দি : অপূর্ব সরকার (ডেভিড)
- ভরতপুর : হুমায়ুন কবীর
- রেজিনগর : রবিউল আলম চৌধুরী
- বেলডাঙা : হাসানুজ্জামান শেখ
- হরিহরপাড়া : নিয়ামত শেখ
- নওদা : সাহিনা মমতাজ বেগম (খান)
- ডোমকল : জাফিকুল ইসলাম
- জলঙ্গি : আব্দুর রজ্জাক

নদিয়া

- করিমপুর : বিমলেন্দু সিংহ রায়
- তেহট্ট : তাপসকুমার সাহা
- পলাশিপাড়া : মানিক ভট্টাচার্য
- কালীগঞ্জ : নাসিরুদ্দিন আহমেদ
- নাকাশিপাড়া : কল্লোল খাঁ
- চাপড়া : রুকবানুর রহমান
- নবদ্বীপ : পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা

- কৃষ্ণনগর দক্ষিণ : উজ্জ্বল বিশ্বাস

উত্তর ২৪ পরগনা

- বারাসত : দীপক চক্রবর্তী (চিরঞ্জিত)
- মধ্যমগ্রাম : রথীন ঘোষ,
- দেগঙ্গা : রহিমা মণ্ডল
- স্বরূপনগর : বীণা মণ্ডল
- বাদুড়িয়া : কাজি আব্দুর রহিম
- হাবড়া : জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
- হাড়োয়া : শেখ নুরুল ইসলাম (হাজি)
- অশোকনগর : নারায়ণ গোস্বামী
- আমডাঙা : রফিকুর রহমান
- বীজপুর : সুবোধ অধিকারী
- নৈহাটি : পার্থ ভৌমিক
- জগদল : সোমনাথ শ্যাম
- নোয়াপাড়া : মঞ্জু বসু
- ব্যারাকপুর : রাজ চক্রবর্তী
- খড়দহ : কাজল সিংহ
- দমদম উত্তর : চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
- পানিহাটি : নির্মল ঘোষ
- কামারহাটি : মদন মিত্র
- বরাহনগর : তাপস রায়
- দমদম : ব্রাত্য বসু
- রাজারহাট-নিউটাউন : তাপস চট্টোপাধ্যায়
- বিধাননগর : সুজিত বসু
- রাজারহাট-গোপালপুর : অদিতি মুন্সি
- দেগঙ্গা : রহিমা মণ্ডল
- মিনাখাঁ : উষারানি মণ্ডল
- সন্দেখখালি : সুকুমার মাহাতো
- বসিরহাট দক্ষিণ : সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়
- বসিরহাট উত্তর : রফিকুল ইসলাম মণ্ডল
- হিজলগঞ্জ : দেবেশ মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

- গোসাবা : জয়ন্ত নস্কর
- ডায়মন্ড হারবার : পান্নালাল হালদার
- ফলতা : শঙ্করকুমার নস্কর
- মগরাহাট পশ্চিম : গিয়াসউদ্দিন মোল্লা
- মগরাহাট পূর্ব : নমিতা সাহা
- কুলপি : যোগরঞ্জন হালদার
- মন্দিরবাজার : জয়দেব হালদার
- রায়দিঘি : অলোক জলদাতা
- কাকদ্বীপ : মন্টুরাম পাখিরা
- পাথরপ্রতিমা : সমীর জানা
- সাগর : বঙ্কিম হাজরা
- ক্যানিং পশ্চিম : পরেশরাম দাস
- ক্যানিং পূর্ব : শওকত মোল্লা
- বাসন্তী : শ্যামল মণ্ডল
- জয়নগর : বিশ্বনাথ দাস
- কুলতলি : গণেশচন্দ্র মণ্ডল
- বারুইপুর পূর্ব : বিভাস সর্দার
- বারুইপুর পশ্চিম : বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
- সাতগাছিয়া : মোহনচন্দ্র নস্কর
- বিষ্ণুপুর : দিলীপ মণ্ডল
- সোনারপুর দক্ষিণ : লাভলি মৈত্র
- সোনারপুর উত্তর : ফিরদৌসি বেগম
- কসবা : জাভেদ আহমেদ খান
- যাদবপুর : দেবব্রত মজুমদার
- টালিগঞ্জ : অরুণ বিশ্বাস
- বেহালা পূর্ব : রত্না চট্টোপাধ্যায়
- বেহালা পশ্চিম : পার্থ চট্টোপাধ্যায়
- মহেশতলা : দুলালচন্দ্র দাস
- বজবজ : অশোক দেব
- মেটিয়াবুরুজ : আব্দুল খালেক মোল্লা



ভারতবর্ষের মূল ভাবধারা ও চেতনা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য

পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ





নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

